



সরিজগঞ্জের পরবিশেকরমী পলাশের উদ্যোগ: জলো প্রশাসককে ২০ প্রজাতরি ১০০টি বরিল বৃক্ষ উপহার

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 29 October 2026, 11:32 PM | বিভাগ: সারাদশে



জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দেশীয় বৃক্ষের বৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরবিশে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সরিজগঞ্জের জলো প্রশাসককে ২০ প্রজাতরি প্রায় ১০০টি দেশীয় বরিল ও বপিন্ প্রজাতরি বৃক্ষে চারা উপহার দেওয়া হয়েছে। দুইবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরবিশেকরমী এবং 'পরবিশে ও প্রকৃতির পাঠশালা'র পরিচালক মাহবুবুল ইসলাম পলাশ নজি উদ্যোগে এই চারাগুলো উপহার দেন।

বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে সরিজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে

'পরবিশে ও প্রকৃতির পাঠশালা'র আয়োজন ও তত্ত্বাবধান উপজলো নির্বাহী অফিসার মোঃ মামুন খানরে 'প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সবুজ প্রাঙ্গণ'-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এসব চারা হস্তান্তর করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে নজি অর্থায়ন ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বরিল প্রজাতির বৃক্ষ সংরক্ষণ, রোপণ, বনিমূল্যে চারা বিতরণ এবং পরবিশে রক্ষায় অবদান রেখে আসছেন মাহবুবুল ইসলাম পলাশ। জলো প্রশাসককে উপহার দেওয়া ২০টি প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— তুন, চন্দুল, টালি, পদউক, ধূপ, উড়আম, বৈলোম, মোচ, তমাল, মাল্লাম, ঝুমকোবাধি, গজন, বান্দরহোলা, ভলো, নাগলগুগম, চম্পা, সতিটি, বুদ্ধনারকিলে, বট ও মুসকন্দা।

অনুষ্ঠানে সিরিজগঞ্জ সদর উপজলো নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মামুন খান, স্মার্ট ট্যুরজিমের পরিচালক আসলাম উদ্দিন, মসোর্স একতা ট্রডোর্সের স্বত্বাধিকারী শাহ আলম মমনি অলবিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিতি ছিলেন।

পরবিশেকর্মী মাহবুবুল ইসলাম পলাশ বলেন, "দেশীয় বরিল ও বপিন প্রজাতির বৃক্ষ সংরক্ষণ শুধু পরবিশে রক্ষার কাজ নয়, এটি আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষারও এক গুরুদায়িত্ব। সরকার-বিসে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পরবিশেসচতেন মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে এসব বৃক্ষের সংরক্ষণ ও বিস্তার জোরদার করা সম্ভব।"

তিনি আরও জানান, পরকিল্পতিভাবে দেশীয় বৃক্ষ রোপণ ও নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃতির প্রতি সচতেন করে তোলা গেলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দীর্ঘম্যোদি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

আয়োজক সংগঠন 'পরবিশে ও প্রকৃতির পাঠশালা'র প্রত্যাশা, এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশীয় বৃক্ষ সংরক্ষণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।